জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়সমূহ :

i) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ০৭ টি জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় রয়েছে। ঠাকুরগাঁও রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। এর আয়তন ২.২৪ একর। অত্র সম্প্রসারণ এলাকার উৎপাদিত রেশম গুটি ঠাকুরগাঁও ও রাজশাহী রেশম কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ দেয়া হয়।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ০৯টি যথা: ১.ঠাকুরগাঁও সদর ২.রত্নাই ৩.রাণী শংকৈল ৪.সাদামহল ৫.পঞ্চগড় ৬.সাকোয়া ৭.ব্রাহ্মণভিটা ৮.বীরগঞ্জ ৯.লাটেরহাট
		গ) বীজাগার-১টি, চাকী পলুপালন সেন্টার: ৫টি (ঠাকুরগাঁও, রাণীশংকৈল, সাদামহল, ব্রাহ্মণভিটা, পঞ্চগড়) ।
		ঘ) রেশম বাগান: ৪টি (রত্নাই, সাদামহল, ব্রাহ্মণভিটা ও সনকা) প্রধানত চাকি পলুপালন কর্মকান্ড রয়েছে, ঙ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র-১ টি (রাণীশংকৈল মিনিফিলেচার কেন্দ্র)।
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	১,০০,০০০টি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়।
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	সম্প্রসারণ এলাকায় ৬০,০০০ টি রোগমুক্ত রেশম ডিম সরবরাহ করা হয়।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী- ১টি (সাকোয়া), বসনি-৭৫ জন, রোপিত তুঁতগাছ-১৫,০০০ টি। ক) পলুপালন ঘর- ৭৫টি খ) পলুপালন ডালা- ১৫০০টি গ) চন্দ্রকী - ১৫০০টি ঘ) বিশোধক- ৭৫জন ঙ) সুতার জাল- ৬০০টি
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	মোট-২২টি, রোপিত চারা- ২২,০০০টি।
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	২৫৫৫৩ কেজি
৮।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	২৪৫ কেজি
৯।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ৫৫.৩২ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন ৯৩.৪৯ লক্ষ টাকা।
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	ক) ২১,৩৩৩ টি তুঁত গাছ। খ) এফ-১ উন্নত ও দ্বি-চক্রী জাতের রেশম কীট।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	৯৫ জন
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩৫৭জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৯০ জন
১৫।	তুঁত চারা রোপন সহায়তা	৬.১২ লক্ষ টাকা
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	৩৪. ১০ লক্ষ টাকা
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৭০জন।

১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	১টি, জমির পরিমাণ- ৩৯.৯৬ একর, মূল কার্যক্রম- চাহিদা মাফিক তুঁতচারা এবং ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। মোট বাগানগুলির জমির পরিমাণ- ১৪.৭৫ একর। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ ৬,৮০০ টি এবং রেশম গুটি উৎপাদন ৭৪৮ কেজি, তুঁত চারা উৎপাদন করা হয় ৪৬,০০০টি।
১৯।	উঠান বৈঠক	০৪ টি।

ii) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	২০১৬ইং থেকে সিরাজগঞ্জ জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, সিরাজগঞ্জে (বর্তমানে বিআরডিবি ভবন) অবস্থিত। পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার আওতাধীন রেশম বীজাগার, সরকারি ও বেসরকারি খাতে রেশম চাষ, সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা, পরিদর্শন প্রয়োজনে তুঁতচারা উৎপাদন, রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ, রেশম গুটি উৎপাদনের সকল প্রকার কারিগরী সহায়তা প্রদান, চাষী ও বসনীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ সরকারী আদেশ নির্দেশ ও কার্যাবলী পালনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-২টি (i) আটঘরিয়া (পাবনা) (ii) সিরাজগঞ্জ খ) রেশম বীজাগার- ১টি-ঈশ্বরদী (পাবনা) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ২টি (i) বাগবাটি (সিরাজগঞ্জ) (ii) চাটমোহর (পাবনা)।
৩।	তুঁতচারা বিতরণ	৩৯৫০০টি ।
৪।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী ১টি (সিরাজগঞ্জ)। তুঁতচাষী-৭৫জন, তুঁতচারা-১৫,০০০টি, লোকাট ৪ বিঘা ১০ কাঠা জমিতে রোপন করা হয়েছে।
৫।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮টি ব্লক
৬।	রেশম গুটি উৎপাদন	১৮৫০০.৬০ কেজি।
৭।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৬৯.৬২ কেজি
৮।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নত মানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
৯।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১০।	প্রশিক্ষণ	৮৫জন
১১।	রেশম চাষীর সংখ্যা	২৪২ জন
১২।	বসনীর সংখ্যা	১৪৮জন
১৩।	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	৬৭,৫০০/- টাকা
১৪।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	২৭ বিঘা ফার্মিং তুঁতজমিতে, পলুঘর- ১৪ টি,ডালা- ১৯৬০টি, চন্দ্রকী-১৯৬০টি, নেট-১৯৬০টি, ১৯৬টি ঘড়া বিনামুল্যে প্রদান করা হয় ।
১৫।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	বীজাগার--১টি। জমির পরিমান- ১০৭ বিঘা ১২ কাঠা; মূল কার্যক্রম-তুঁতচাষ ও তুঁতচারা উৎপাদন এবং রেশম ডিমপালন ও বীজ গুটি উৎপাদন।

iii) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গাজীপুরঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	২০১৮ সালে ময়মনসিংহ জোনাল কার্যালয়টি কোনাবাড়ী রেশম বীজাগারে স্থানান্তর করে গাজীপুর জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় নামকরণ করা হয়। ইতোপূর্বে কার্যালয়টি ১৯৭৯ সালে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হয়।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৪টি (i) ময়মনসিংহ সদর (ii) ঘাটাইল (টাঙ্গাইল) iii) জামালপুর ও iv) কাপাসিয়া (গাজীপুর) খ) রেশম বীজাগার- ১টি কোনাবাড়ী (গাজীপুর) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ২টি (i) কোনাবাড়ী (গাজীপুর) (ii) ময়মনসিংহ ঘ) গ্রেনেজ ভবন-১টি (ময়মনসিংহ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	১,৬৬,০০০টি
৪।	ডিম বিতরণ	১৪,৫০০টি
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশমপল্লীর- ১টি, ঘাটাইল (টাঙ্গাইল)
৬।	রেশম গুটি উৎপাদন	৫,৪২৪ কেজি
৭।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৪৯.৭০০ কেজি (ফাইন -৪০.৭০০ কেজি, ডুপিয়ন - ০৯.০০ কেজি)।
৮।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ৫৬.৮১ লক্ষ টাকা, উন্নয়ন ১৮.৫৮৭ লক্ষ টাকা
৯।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নত মানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১০।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১১।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৬৮ জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	৬৮ জন
১৫।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	১,৮১,৬০০.০০ (একলক্ষ একাশি হাজার ছয়শত) টাকা (ক) ঘড়া--১৬,০০০/- টাকা খ) ডালা- ৫৯,৮০০/- টাকা গ) চন্দ্রকী- ৮৯,৮০০/- টাকা ঘ) সুতার জাল- ১৬,০০০/- টাকা)
১৬।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৬৮ জন
১৭।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগার- ০১ টি, ৪৮ বিঘা, মূল কার্যক্রম- তুঁতচারা উৎপাদন

iv) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ভোলাহাট:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	ভোলাহাট এলাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান এলাকা। ভোলাহাট বীজাগার ১৯৬১-৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোলাহাটের ক্রমাগত রেশম চাষ বৃদ্ধি ও রেশমচাষীদের দোরগোড়ায় সেবা পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ১৯৮৫ সালে জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু। ভোলাহাট সেরিকালচার নার্সারীর মধ্যে কার্যালয়টি অবস্থিত।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৫টি (i) ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (ii) রহনপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (iii) শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। (iv) আড্ডা (v) নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) খ) রেশম বীজাগার - ১টি। ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র - ১টি ভোলাহাট (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৪০,০০০টি (উৎপাদন) ও ১,২০,০০০ টি (বিতরণ)
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১,০৮,০০০টি
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশম পল্লী- ২টি। প্রতিটি আইডিয়াল পল্লীতে ৭৫ জন করে চাষী রয়েছে।
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	ব্লক-৭ টি (রহনপুর- ৪টি ও শিবগঞ্জ-৩)
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	৫৮,৫২০ কেজি
৮।	রেশম সুতা উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৩৯১৫ কেজি (ডুপিয়ন)
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিমবসনীদের সরবরাহ করা হয়।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	১৫০ জন (তুতচাষ ও পলুপালন)
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩০৫ জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৩৫ জন
১৫।	তুঁত চারা রোপন সহায়তা	১১,৫০,০০০/- টাকা
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	৭৪,০০,০০০/- টাকা
১৭।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগারের সংখ্যা - ১টি, জমির পরিমাণ- ৩৬.৭৯ একর। মূলকার্যক্রম: উন্নতজাতের তুঁত কাটিংস ও তুঁতচারা উৎপাদন এবং রেশম বীজগুটি ও রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন।
১৮।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে-২৬৭ বিঘা ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ । ১৩০টি পলুঘরে, ডালা-৮২০০টি, চন্দ্রকী-৮২০০টি,সুতার জাল-৮২০০টি এবং ঘড়া বিনামুল্যে বিতরন করা হয় ।

v) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ:

ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্যাদি
১	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে অত্র অঞ্চলের হত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর নিবার্হী আদেশে জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজবাড়ী নামে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজবাড়ী শহরে ভাড়াটিয়া বাসায় কার্যক্রম শুরু হয়। পরববর্তীতে ২০১৬ সালে ফরিদপুর চাকী সেন্টারে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর করা হয় এবং জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ফরিদপুর নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ নামকরণ করা হয়। উক্ত সাল হতে গোপলগঞ্জ শহরে ১টি ভাড়া বাসায় অত্র কার্যালয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় গোপালগঞ্জ এর অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৪(চার) টি ১) কালুখালী (২) রাজবাড়ী (৩) ফরিদপুর (৪) গোপীনাথপুর (গোপালগঞ্জ)। খ) চাকি সেন্টার- ২(দুই)টি (১) ইন্দ্রনারায়নপুর (রাজবাড়ী) (২) ফরিদপুর
৩	তুঁতচারা বিতরণ	২৭,০০০টি
৪	ডিম বিতরণ	১৫,০০০ টি
৫	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৬টি (প্রতিটি তুঁত ব্লকে ১০০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়)
৬	রেশম গুটি উৎপাদন	১,৪০০কেজি
৭	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব- ২৩,৭১,০০০ টাকা ও উন্নয়ন-৩২,১৭,১০০ টাকা
৮	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
৯	প্রশিক্ষণ (চাষি/বসনি)	২৫জন (চাকি পলুপালন)
১০	রেশম চাষীর সংখ্যা	১৯২জন
১১	বসনীর সংখ্যা	৯০জন
১২	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	ডালা- ১,৪০০টি, চন্দ্রকী- ১,৪০০টি, সুতার জাল- ১,৪০০টি ও ঘড়াকাঠি-১৪০টি।
১৩	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৫০০ জন

vi) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়াঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভুমিকা	বগুড়া জেলা শহরে ১৯০৫ সালে স্থাপিত বগুড়া রেশম বীজাগারের অভ্যন্তরে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি অবস্থিত। বর্তমানে বগুড়া, নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলার রেশমচাষ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অত্র জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়া হতে পরিচালিত হয়।
২	আওতাধীনঅফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র-৫টি ১. বগুড়া সদর ২. সোনাতলা ৩. জয়পুরহাট ৪. পাঁচবিবি ও ৫. বাগজানা। খ) রেশম বীজাগার- ১টি, মিনিফিলেচার কেন্দ্র-১টি (জয়পুরহাট) ও চাকী কেন্দ্র-২টি (জয়পুরহাট ও পাঁচবিবি)।
৩	তুঁতচারা উৎপাদনও বিতরণ	১,০৫,০০০ টি
৪	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	৬,৭০০টি
৫	রেশমগুটি উৎপাদন	১০,৮২৬ কেজি
৬	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ান ও ফাইন)	৪২.৫০০ কেজি
৭	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ৭১.০০ লক্ষ টাকা, উন্নয়ন ৪৩.৯৩৫ লক্ষ টাকা
৮	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিম বসনীদের সরবরাহ করা হয়।
৯	মোটিভেশন কার্যক্রম	ব্লকে রোপিত তুঁতগাছ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরণ করে পলুপালন ও গুটি উৎপাদন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ১৬ জন চাষীকে ১৬ বিঘা জমিতে ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণ।
১০	প্রশিক্ষণ	৫০ জন
১১	রেশম চাষীর সংখ্যা	৪৩৮ জন
১২	বসনীর সংখ্যা	১৬০ জন
১৩	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	১.৬২৫ লক্ষ টাকা
১৪	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	১.৮২ লক্ষ টাকা
১৫	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৯৭৯ জন
১৬	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগার- ১টি, ৩৩.৪৩ একর, পি-২ বীজাগার হিসাবে জাত সংরক্ষণ এবং পি-১ বীজাগারে ডিম সরবরাহ ও মিনিফিলেচার কেন্দ্রে গুটি সরবরাহ।

vii) জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, কুমিল্লা:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় ময়নামতি ইউনিয়নে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের কুমিল্লা জোনাল কার্যালয়টি অবস্থিত। অত্র জোনাল কার্যালয়ের অধীনস্থ ১টি ময়নামতি রেশম বীজাগারও রয়েছে, যা ১৯৬৫ সালে স্থাপিত হয়। এতদঞ্চলে রেশম কীটের বিভিন্ন জাত সংরক্ষন এবং বানিজ্যিকভাবে রেশম গুটি উৎপাদনসহ চাহিদা অনুযায়ী ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে এই বীজাগারটি স্থাপন করা হয়।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	এ কার্যালয়ের অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে: ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ১টি (ফেনী)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৫০,০০০টি
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	২৫০০টি
৫।	রেশম গুটি উৎপাদন	৮৪৭ কেজি
৬।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব বাজেট ১৬.৭০ লক্ষ টাকা।
৭।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উন্নত জাতের উৎপাদনশীল তুঁত গাছের জাত রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের এফ-১ জাতের রেশম ডিম বসনীদের সরবরাহ করা হয়।
৮।	মোটিভেশন কার্যক্রম	চাষীদেরকে মোটিভেশনের মাধ্যমে তুঁতচাষ বৃদ্ধিসহ রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম পন্য বাজারজাত করন এর সুযোগ সৃষ্ঠিকরণ ইত্যাদি উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম জোরদার করণের মাধ্যমে এতদঞ্চলে রেশম চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি মোটিভেশনাল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়।
৯।	রেশম চাষ সম্প্রসারণ বেসরকারী সংস্থার রেশম চাষের সম্পৃক্ততা	ফার্ম ফ্রেন্ডর্স এগ্রোঃ লিঃ, লালবাগ, সদর দক্ষিণ কুমিল্লা, শিল্পপতি বেসরকারী উদ্যোক্ত জনাব মোঃ আমিনুর রশিদ ইয়াছিন ২০১৮-১৯ সালে ৭,৫০০টি তুঁতচারা রোপন করেন।
১০।	রেশম চাষীর সংখ্যা	১০ জন
১১।	বসনীর সংখ্যা	১০ জন
১২।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	বীজাগারের সংখ্যা ১টি, জমির পরিমান ৪৮ বিঘা তন্মধ্যে তুঁতচাষ আবাদি জমি ২২ বিঘা, পুকুর, বন জাতীয় গাছ, রাস্তা, ভবন ইত্যাদি ২৬ বিঘা।